দৈনিক ইত্তেফাক

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 12 JAN 1989
পৃষ্ঠা 2 কলাম 7

83

পাঠ্যসূচী ও নকল প্রবণতা

একজন অভিভাবক হিসাবে আমি বলিতে চাই যে, পাঠ্যসূচীতে পরিবর্তন সাধন না করিলে দেশের প্রবহমান নকল প্রবণতা কিছুতেই বন্ধ হইবে না। পরীক্ষার কেন্দ্র পরিবর্তন করিয়া বা পরীক্ষা কেন্দ্র শুধু উপজেলায় স্থাপন করিয়া অথবা প্রশ্ন পত্রের ধরন রচনাধর্মী কিম্বা অবজেকটিভ করিয়া নকলবাজীর ব্যাপকতা কমানো সম্ভব নয়।

দেশের সার্বিক অস্থিরতা ও মূল্য বোধের অবক্ষয় ছাড়াও নকল প্রবণতার মূল উৎসাহ নিহিত রহিয়াছে খামখেয়ালীভাবে প্রণীত পাঠ্যসূচীর বিশালতা ও শুধু ডিভিশনের উপর গুরুত্ব প্রদানের মধ্যে। ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে একজন ছাত্র বা ছাত্রীকে একাধারে কৃষিবিদ, সমাজবিদ ও অঙ্ক বিশারদ করিয়া তুলিবার লক্ষ্যে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যসূচী চাপাইয়া দেওয়া হয়। তাহাতে বইয়ের বোঝা ও পাঠ্যসূচীর বিশালতা এত ভারি ও ব্যাপক হয় যে, তাহা সমাপ্ত করা ছেলেমেয়েদের জন্য কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে। ফলে তাহারা পড়া বিমুখ হইতে বাধ্য হয়। এই অবস্থায় পরীক্ষা পাসের জন্য তাহারা নকল করিতে বাধ্য হয়। তাই নকলের জন্য পরীক্ষার্থীরা যতটা দায়ী নয়, তাহার চাইতে বেশী দায়ী পাঠ্যসূচী প্রণয়নকারী বাস্তব জ্ঞান বিবর্জিত দেশী-বিদেশী ডিগ্রিধারী কর্মকর্তারাই।

—এ,এফ,এম, ফরিদ আহম্মেদ,
গ্রাঃ ধলই, পোঃ কাটিরহাট, চট্টগ্রাম

বকেয়া বিদ্যুৎ বিল